বিদ্যুৎপর্ণা

মন্মথ রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিদ্যুৎপর্ণা

১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত। ১৩৩৮, অগ্রহায়ণে গ্রন্থকারের একাঙ্ক নাটক-সংগ্রহ "একাঙ্কিকা"য় মুদ্রিত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বর্ত্তমান রূপে রচিত হইয়া ১৩৪৪ সালের ১লা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত।

বারো আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ডাঃ সুশীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

১লা অগ্রহায়ণ

১৩৪৪

বিদ্যুৎপর্ণা

লেখকের কথা

শ্রীযুক্তা সাধনাবোস ও শ্রীযুক্ত মধুবোসের আগ্রহে সুপ্রসিদ্ধ ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স (C. A. P) সম্প্রদায়ের অভিনয়ার্থ বিদ্যুৎপর্ণাকে বর্ত্তমানরূপে রূপান্তরিত করিয়াছি। এই রূপসজ্জায় আমাকে শ্রীযুক্তা সাধনাবোস শ্রীযুক্ত মধুবোস এবং শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রচৌধুরী বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নাটিকার গান রচনা করিয়া দিয়া আমার গীত রচনার অক্ষমতাকে সার্থক করিয়াছেন বিখ্যাত গীতকার, বন্ধু অজয় ভট্টাচার্য্য। প্রচ্ছদ-পটখানি চিত্র করিয়াছেন বন্ধুবর অখিল নিয়োগী। শ্রীযুক্ত সত্যেনঘোষ ও

শ্রীযুক্ত হেমন্তগুপ্ত আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

রূপদক্ষ মধুবোসের প্রযোজনায় মধুচ্ছন্দা সাধনাবোস ও নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট নৈপুণ্যে, সুরসুন্দর তিমিরবরণের মধুবর্ষণে সর্ব্বোপরি ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সে'র সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতায় এবং ঐকান্তিক আগ্রহে বিদ্যুৎপর্ণা যে রসসৃষ্টি করিয়াছে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে তাহা ঘন ঘন অভিনন্দিত হইয়াছে। আমি তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

মন্মথ রায়

১লা অগ্রহায়ণ ; ১৩৪৪

ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স

কর্ত্তৃক

ফার্ষ্ট এম্পায়ারে

"বিদ্যুৎপর্ণা"র

উদ্বোধন

৯ই অক্টোবর, ১৯৩৭

সন্ধ্যা ৬৷৷০টা

প্রযোজক ... মধুবোস

সুরশিল্পী ... তিমিরবরণ

[নিউথিয়েটার্সের সৌজন্যে]

নৃত্যরচয়িত্রী ... সাধনাবোস

ঐক্যতান-নায়ক প্রতাপমুখার্জ্জি

সঙ্গীত রচয়িতা অজয়ভট্টাচার্য্য

শিল্পপরিচালক গীতাঘোষ

মঞ্চাধ্যক্ষ সুশোভনগুপ্ত

—চরিত্র—

১লা অগ্রহায়ণ—১৩৫৪

প্রবেশানুযায়ী

বিদ্যুৎপর্ণা	সাধনাবোস
মঞ্জরী	মঞ্জুদে
ইন্দ্রজিত	মধুবোস
ভদ্রভট্ট	বিভূতিগাঙ্গুলী
গোকর্ণ	বোকেনচট্টো
রোহিতাক্ষ	সুশান্তমজুমদার
মোহান্ত	অহীন্দ্রচৌধুরী
কৃতান্তক	সন্তোষদাস
বিষ্ণুদাস	প্রীতিকুমারমজুমদার
চরণদাস	অমিয়দাস
রাজা	কালীঘোষ
সেনাপতি	কল্যাণমজুমদার

বিদ্যুৎপর্ণা

প্রথম দৃশ্য

স্থান—হৃষীকেশ মঠ…

মন্দির সম্মুখস্থ নাটমন্দির

কাল—প্রভাত

বেদমন্ত্র পাঠ চল্‌ছে। পূজারী পূজারিণীগণ বিগ্রহ বন্দনা আরম্ভ কর্‌ল—শিষ্যগণও যোগদান কর্‌লে সেই বন্দনায়। দেবদাসী বিদ্যুৎপর্ণা বিগ্রহের সম্মুখে আনতা। ধীরে ধীরে সে উঠ্‌ল। লীলায়িত দেহ-ভঙ্গিমায় সুরু করল—**দেবতার জাগরণ**—নৃত্য! নৃত্যশেষে

বিদ্যুৎপর্ণা।

বিগ্রহকে জানালে প্রণতি। সকলের প্রণাম।

প্রণামান্তে বিদ্যুৎপর্ণা ও পূজারিণীগণ মন্দিরের ভেতর ধীরে ধীরে চ'লে গেল। ধীরে ধীরে মন্দির-দ্বার বন্ধ হ'য়ে গেল। শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে নীরবে পূজারী ও শিষ্যগণ যে যা'র কাজে চ'লে গেল। নব-দীক্ষিত শিষ্য ভদ্রভট্ট হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিল—শিষ্য গোকর্ণ তাকে ইঙ্গিতে জানাল এখন যেতে হ'বে—এবং তা'কে নিয়ে চলে গেল। পূজারী ইন্দ্রজিত বাজাচ্ছিল। এইবার সেও চ'লে যাচ্ছিল। হঠাৎ পশ্চাতে শুন্‌ল হাততালি—ফিরে চেয়ে দেখে কিশোরী পূজারিণী মঞ্জরী! ইন্দ্রজিত দাঁড়াল—মঞ্জরী চারিদিকে একবার চেয়ে দেখ্‌ল। তারপর ছুটে এ'ল ইন্দ্রজিতের কাছে—

মঞ্জরী। ও কি হ'চ্ছিল?

ইন্দ্রজিত। কি?

মঞ্জরী। নাচের সময়?



ইন্দ্রজিৎ ও মঞ্জরী

ইন্দ্রজিত। নাচের সময়।

মঞ্জরী। ভারী অন্যায়।

ইন্দ্রজিত। কি ?

মঞ্জরী। জানো না বুঝি ?

ইন্দ্রজিত। না।

মঞ্জরী। হাঁ ক'রে চেয়েছিলে! বাজ্‌না ভুল হ'চ্ছিল! তাল কেটে যাচ্ছিল!

ইন্দ্রজিত। কই ?

মঞ্জরী। কই!···শোনো, সে ব'লে দিয়েছে—

ইন্দ্রজিত। কি ?

মঞ্জরী। অমন ক'রে মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাক্‌লে নাচা যায় না। তার দিকে চাইবেনা, বুঝ্‌লে ? হ্যাঁ, আর শোনো—ও মা! এ আবার কে ?

চারদিকে তাকাতে তাকাতে ধীরে ধীরে

ভদ্রভট্টের প্রবেশ

ভদ্রভট্ট। (ইন্দ্রজিতকে) আপনি বেশ—বেশ বাজান! (মঞ্জরীকে) আর আপনি—আপনিও বেশ!

ইন্দ্রজিত। কিন্তু আপনি—

ভদ্রভট্ট। (পরিচয় দিতে হ'বে বুঝে) ও···আমি শ্রীভদ্রভট্ট—নবাগত ···নব-দীক্ষিত বৈদান্তিক শিষ্য! নমস্কার!

ইন্দ্রজিত। তা পাঠ ছেড়ে—এখন —এখানে—মোহান্ত প্রভুকে জানেন তো?

ভদ্রভট্ট। (সভয়ে)· এখানে রয়েছেন নাকি!

ইন্দ্রজিত। না থাকলেও তাঁর চোখ রয়েছে সর্ব্বত্র। তাঁর নিষেধগুলো জেনে নিয়েছেন তো?

ভদ্রভট্ট। ক্রমে ক্রমে জানছি।

ইন্দ্রজিত। ক্রমে ক্রমে নয়, এক সঙ্গে জেনে নেবেন, নইলে কখন কোন বিপদে পড়বেন—

ভদ্রভট্ট। সে তো বটেই—সে তো···বটেই। তা—এখন এখানে আসা নিষেধ বুঝি? তাহ'লে এটা হ'ল গিয়ে

মনে মনে গণনা করে

আপনার দশম নিষেধ! তাহ'লে আমি যাচ্ছি ও হ্যাঁ···দেখুন, দেখুন—ঐ যে দেবদাসী, ঐ যে—অষ্টম নিষেধে বল্‌ছে, ওঁর সঙ্গে আমাদের বাক্যালাপ নিষেধ! নবম নিষেধে বল্‌ছে, ওকে স্পর্শ করা একেবারে নিষেধ। আচ্ছা, ওকে পত্র লেখাও কি নিষেধ?

ইন্দ্রজিত। (মৃদু হেসে) নিষেধ ব'লেই তো জানি!

ভদ্রভট্ট। ও তাহ'লে এ হ'ল গিয়ে (গণনা কয়ছিল)

ইন্দ্রজিত। ও গণনা করে কোনও ফল নেই—ও দেবদাসী সম্বন্ধে নিষেধ অসংখ্য—

ভদ্রভট্ট। ও আচ্ছা, নমস্কার—

ইন্দ্রজিত। নমস্কার—

ভদ্রভট্ট। (হঠাৎ মঞ্জরীকে দেখিয়ে) কিন্তু, উনিও কি নিষিদ্ধা ?

মঞ্জরী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল
ইন্দ্রজিত ও না হেসে থাক্‌তে পার্‌লেনা

ইন্দ্রজিত। না। নিষিদ্ধা শুধু ঐ একজন—বিদ্যুৎপর্ণা দেবতার মনো-নীতা !

ভদ্রভট্ট। ও, দেবতার মনোনীতা। যাক্, তাহ'লে ওঁকে—

ইন্দ্রজিত। হ্যাঁ, ওঁকে আপনি পত্র লিখ্‌তে পারেন।

মঞ্জরী। (ইন্দ্রজিতকে) যাও—

ভদ্রভট্ট। না, না, পত্র কেন? সে আমি—

ইন্দ্রজিত। কিন্তু আপনি দশম নিষেধটা—

ভদ্রভট্ট। (দশম নিষেধটা কি স্মরণ ক'রে) ও হ্যাঁ—এখন—এখানে—থাকা নিষেধ—তা বটে—তা বটে—(যেতে গিয়ে) কিন্তু, আপনি যে—

ইন্দ্রজিত। আপনি শিষ্য—আমি পূজারী!

ভদ্রভট্ট। তা বটে—তা বটে—

ইন্দ্রজিত। এরপর এখানে চন্দনোৎসব হ'বে—শঙ্খ-ঘণ্টা বাজ্‌বে—তখন আস্‌বেন—

ভদ্রভট্ট। এ্যাঁ, হ'বে! বেশ—বেশ—আপনি বেশ—নমস্কার! (মঞ্জরীকে) আপনিও! নমস্কার!

চ'লে গেল

মঞ্জরী। (খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্ল) ভারী মজার লোক ত! ভট্টভদ্র?

ইন্দ্রজিত। না ভদ্রভট্ট? কি জানি! এক একটি যা আসে···হ্যাঁ, তাহ'লে—আমি বাজাবো না?

মঞ্জরী। না। বাজাবে, কিন্তু, তার মুখের দিকে চাইবে না।

ইন্দ্রজিত। (হতাশায়) আচ্ছা!

মঞ্জরী। (মৃদু হেসে) কিন্তু,··· যেমন নিষেধ হ'ল, তেমনি আদেশও আছে!

ইন্দ্রজিত। নিষেধটা যা'র, আদেশটাও কি তা'র?

মঞ্জরী। প্রভুরও হ'তে পারে—

ইন্দ্রজিত। প্রভু ত' আমাদের বোবা ন'ন্! যে আদেশ দেন তিনি নিজেই দেন।

মঞ্জরী। সখীই কি তবে বোবা?

ইন্দ্রজিত। বুঝ্‌লাম, আদেশটা তবে তারই।···তা বোবা ছাড়া কি? আমার সঙ্গে কথা না বল্‌লেই আমি বল্‌বো বোবা—

মঞ্জরীর গান

সখা, বোঝো না নারীর মতি
নয়ন থাকিতে না পার' দেখিতে
তুমি যে অবোধ অতি
শ্রবণ রয়েছে তবু নাহি শোনো
প্রিয়ার মরম-ভাষা,

বুঝিতে পার না　　তোমারে ঘেরিয়া
কাঁদে কা'র ভালবাসা।
যবে প্রিয়া তব　　ফিরায় বদন
হিয়া তার চেয়ে থাকে
যদি মুখে তা'র　　নাহি সরে' বাণী
পরাণে তোমারে ডাকে
মুখে নয়, চোখে　　প্রণয়ের ভাষা
নীরবতা কহি তারে'
রসিক সুজন　　বোঝে সেই কথা
অরসিক নাহি পারে।

[গানের মধ্যে দেখা গেল ভদ্রভট্ট এদের অলক্ষ্যে এসে দাঁড়াল]

ভদ্রভট্ট। (গান শেষ হ'লেই আবেগে) বেশ! বেশ!

ইন্দ্রজিত ও মঞ্জরী দুজনেই চমকে উঠল

মঞ্জরী। আপনি আপনার একাদশ নিষেধটা এ'র মধ্যেই আবার ভুলে গেলেন ?

ভদ্রভট্ট। না ভুলিনি। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস্ কর্‌তে এসেছিলাম —(যে হেতু আপনি নিষিদ্ধা ন'ন্ কিনা) যে এখন এখানে নয়, বিকেলে বাগানে আপনার গান—

ইন্দ্রজিত। না—তাও নয়—

ভদ্রভট্ট। কিন্তু আপনি যে—

ইন্দ্রজিত। আমি পূজারী—আপনি শিষ্য—এখনো পড়া-শোনা কর্‌ছেন—

ভদ্রভট্ট। বেদান্ত পড়্ছি······ যাক্, তা হ'লে বিকেলে বাগানেও নয়—

মঞ্জরী। (হেসে) না।

ভদ্রভট্ট। তা হ'লে এটা হ'ল দ্বাদশ ?

মঞ্জরী। ত্রয়োদশ ! দ্বাদশ হ'চ্ছে দেবদাসী যখন নাচ্‌বে তখন যে বাজাবে

—তা সে পূজারীই হোক্ আর শিষ্যই হোক্—

ইন্দ্রজিত। থাক্—থাক্—

ভদ্রভট্ট। না—না—শুনে রাখা ভালো, আমার আবার একটু বাজ্‌নার সখও আছে কিনা—হ্যাঁ, দেবদাসী যখন নাচ্‌বে—তখন যে বাজাবে সে—

মঞ্জরী। দেবদাসীর দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাক্‌বে না—

ভদ্রভট্ট। (দন্তবিকশিত হাস্যে) আপনি তাই ছিলেন, আমি দেখে-ছিলাম······নমস্কার।

চ'লে গেল

ইন্দ্রজিত। কোথা থেকে যে সব আসে—

মঞ্জরী। আমার কিন্তু ভারী ভাল

লাগ্‌ছে! ও ঠিক আমাকে পত্র লিখে বস্‌বে, দেখো—

ইন্দ্রজিত। হ্যাঁ, যে রকম বেদান্ত পড়্‌ছে···তা ও লিখ্‌বে। প্রভুর কাণে একবার গেলেই হয়—বেদান্ত থেকে একেবারেই প্রাণান্ত।

মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজ্‌তে লাগ্‌ল

মঞ্জরী। চন্দনোৎসব!

মন্দিরের দিকে ছুট্‌ল

ইন্দ্রজিত। (পিছু পিছু গিয়ে) কিন্তু, আদেশটা কি শুন্‌লাম না যে—

মঞ্জরী। চন্দনোৎসবে সে আজ সবাইকে বল্‌বে—দাও চন্দন রূপলেখা প্রিয়তম ভালে—তুমিও দেবে—

ছুটে চ'লে গেল

বিদ্যুৎপর্ণা

দেখা গেল চন্দনোৎসব সুরু হ'য়েছে—অপরূপ ভঙ্গিমায়, পূজারিণীগণ দেবতাকে জানাচ্ছে প্রণতি। পূজারিণীগণের নৃত্য—নৃত্য-ছন্দে বিদ্যুৎপর্ণার প্রবেশ ও গীত।

দাও চন্দন-রূপ-লেখা
প্রিয়তম-ভালে
পাষাণের ঘুম ভাঙ্গো
নৃত্যের তালে,
কোটী-চাঁদ-সুধা আনো
ভৃঙ্গার ভরিয়া
সুন্দর কর, হিয়া—
সুন্দরে বরিয়া।

নৃত্যগীত শেষ হ'ল। বিদ্যুৎপর্ণা সোপানে উঠ্‌ল—বিগ্রহকে প্রণাম করলে। সকলে শ্রেণীবদ্ধভাবে চন্দনপাত্র থেকে চন্দন নিয়ে ভেতরে গিয়ে বিগ্রহের ভালে চন্দন দিয়ে—পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল। চন্দনপাত্র হাতে ইন্দ্রজিত দাঁড়িয়েছিল সবার

শেষে—মন্দিরের সোপানে উঠ্‌তে গিয়ে সে উঠ্‌ল না—চন্দন নিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। বিগ্রহকে প্রণাম ক'রে সোপান-পথে নেমে আসছিল বিদ্যুৎপর্ণা—সেও দাঁড়াল—

ইন্দ্রজিত অপলক চোখে তাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সোপান বেয়ে উঠ্‌তে লাগল। দ্বিতলের অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন মোহান্ত। তিনি দেখ্‌লেন ইন্দ্রজিত বিদ্যুৎপর্ণার ভালে চন্দন-তিলক এঁকে দিতে যাচ্ছে—

ইন্দ্রজিত। দাও চন্দন রূপ-লেখা প্রিয়তম ভালে—

বিদ্যুৎকে চন্দন-তিলক দি'ল

বিদ্যুৎ। আমি ?

ইন্দ্রজিত জানা'ল 'হ্যাঁ" ! বিদ্যুৎপর্ণা ইন্দ্রজিতকে চন্দন দি'তে গেল

ইন্দ্রজিত। আমি ?

বিদ্যুৎ জানা'ল "হ্যাঁ"

বিদ্যুৎপর্ণা

ইন্দ্রজিত। তোমার প্রিয়তম দেবতা
—তুমি দেবদাসী!

বিদ্যুৎ। না আমি—বেদেনী।

মোহান্ত ডাক্‌লেন—

মোহান্ত। ইন্দ্রজিত—

দু'জনেই চম্‌কে উঠ্‌ল—মোহান্ত নেমে
আস্‌তে লাগ্‌লেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির

সন্ধ্যারতি নৃত্য

পূজারী, পূজারিনীগণ, শিষ্যগণ। দেবদাসী বিদ্যুৎপর্ণা আরতি অন্তে, পূজারীর হাতে, আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য নিতে গিয়ে দেখ্‌তে পেল যে—অন্যান্য দিনের পূজারী ইন্দ্রজিত নয়,—অন্য আর একজন,—বিষ্ণুদাস।

বিদ্যুৎপর্ণা। (চমকে উঠে) একি! তুমি কেন?—ইন্দ্রজিত!

বিদ্যুৎপর্ণা পিছিয়ে এল,—বিষ্ণুদাসের হাত
থেকে আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য পড়ে গেল

—ইন্দ্রজিত! ইন্দ্রজিত!

বিদ্যুৎপর্ণা,—দুই পার্শ্বস্থ লোকজনের মধ্যে
ইন্দ্রজিতকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে চলে গেল

বিষ্ণুদাস। দেবনির্ম্মাল্যের যে অপমান তুমি কর্ল্লে, মঙ্গল হ'বে না—

নির্ম্মাল্য তুলে নিয়ে, মন্দিরের ভেতর চলে গেল।—জনতার মধ্যে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়,—কিন্তু মঠের কঠিন শাসনে সকলেরই ত্রস্ত ভাব।—নীরবে বিগ্রহ প্রণাম ক'রে সকলে ধীরে ধীরে চলে গেল। গোকর্ণ, রোহিতাক্ষ,—দুই সতীর্থ বন্ধু,—যাচ্ছিল, এমন সময়,—গোকর্ণ রোহিতাক্ষকে বল্লে—

গোকর্ণ। একটু দাঁড়িয়ে যাও না—ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াবে মনে হচ্ছে!

রোহিতাক্ষ। তাহ'লে বিদ্যুৎ-পর্ণাও জান্‌তো না—

গোকর্ণ। কি?

রোহিতাক্ষ। যে, ইন্দ্রজিতের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না!

গোকর্ণ। তাইতো দেখলুম!

রোহিতাক্ষ। আমি বিষ্ণুদাসের মুখখানা দেখছিলুম। বেচারী!

গোকর্ণ। বেধে গেল আর কি! শক্ত রকম বেধে গেল!

রোহিতাক্ষ। কিন্তু, ইন্দ্রজিতের কি হোলো বল তো? নির্ব্বাসন,—না তার চেয়েও কিছু বেশী?

গোকর্ণ। বিদ্যুৎপর্ণা সম্বন্ধে দণ্ড-বিধির ধারাগুলো আমার মুখস্থ। ওর সঙ্গে বাক্য-দোষ হ'লে—তিনদিন নির্জ্জনে যোগাভ্যাস! স্পর্শদোষ হ'লে,—পাতালগুহায়, সে অনেক কিছু!—কি দোষ হোলো, জানি না।—

রোহিতাক্ষ। সাহসটা বড়তো বেড়ে গিয়েছিল—তখনি বলেছিলাম,

—হওনা কেন তুমি মঠের অধিকারী ভাবী মোহান্ত,—কিন্তু—ও, বাবা,—সাক্ষাৎ কালনাগিনী !

গোকর্ণ। কালনাগিনী মিথ্যা নয়,—একেবারে জাত বেদের মেয়ে! মোহান্ত-মহারাজ কেন যে দুধ দিয়ে এই কালসাপ পুষ্‌ছেন !—

রোহিতাক্ষ। আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি! আমি তো, ওঁকে দেখ্‌লেই আঁৎকে উঠি।

গোকর্ণ। আমি মুখ ফিরিয়ে নি,—দেখ নি? বেচারী ইন্দ্রজিত! কি যে হোল!

রোহিতাক্ষ। চুপ! ভদ্রভট্ট আস্‌ছে!—এ্যাঁ,—কি বল্লে,—কুষ্মাণ্ড খাওয়া চল্‌বে না?

গোকর্ণ। না,—আজ প্রতিপদ।

ভদ্রভট্টের প্রবেশ

গোকর্ণ। কি বলেন, ভট্টভদ্র ?

ভদ্রভট্ট। আমার নাম ভদ্রভট্ট! ফের যদি তুমি আমায় ভট্টভদ্র! ব'লে—

গোকর্ণ। ভুল হ'য়ে যায়! আপনি মঠে নতুন এসেছেন কিনা!

ভদ্রভট্ট। কিন্তু তোমাদের নাম তো আমার ভুল হয় না!—তুমি গোকর্ণ, তোমাকে গোকর্ণই বলি, গোবৎস বলিনে—তুমি রোহিতাক্ষ—তোমায়—

রোহিতাক্ষ। তা বটেই তো! বটেই তো!—তা' এখানে হঠাৎ ?

ভদ্রভট্ট। (চারিদিক চেয়ে দেখে)—ইন্দ্রজিতের কি—হ'য়ে গেছে ?

রোহিতাক্ষ ও গোকর্ণের দৃষ্টি বিনিময়

ভদ্রভট্ট। কি হে,—চেপে যাচ্ছ যে!—ব'ল না হে! আমি তো আর কাউকে বল্‌তে যাচ্ছিনে—

রোহিতাক্ষ। কি জানি,—ওসব আমরা জানি-টানি না।—হ্যাঁ, গোকর্ণ, তাহ'লে কাশির জন্যে আজ আমার কুষ্মাণ্ড-খণ্ড ওযুধ খাওয়াও চল্‌বে না?

গোকর্ণ। না,—আজ প্রতিপদ!

ভদ্রভট্ট। একি! পালাচ্ছ যে!

রোহিতাক্ষ। পালাব কেন?

ভদ্রভট্ট। ইন্দ্রজিতকে বুঝি খুঁজে বেড়াচ্ছ সব?

গোকর্ণ। দেখুন—ভদ্রভট্ট, না ভট্টভদ্র ম'শাই,—আপনি মঠে নূতন এসেছেন—সাবধান ক'রে দিচ্ছি,—ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না!—ঘামালে, আপনার বেদান্তের জগৎ

মিথ্যা হোক্ বা না হোক্, আপনার অস্তিত্বটা মিথ্যে হ'য়ে যাবে!

ভদ্রভট্ট। সে তো বটেই! সে তো বটেই!—খুব সাবধানেই আছি। বিদ্যুৎপর্ণার ছায়াও মাড়াই নে।—এই তো ওখানে দেখ্‌লুম—ইন্দ্রজিত কোথায়, আমায় জিজ্ঞ্যেস্ কল্লে'—

রোহিতাক্ষ। আপনি কথা বল্লেন?

ভদ্রভট্ট। না,—তবে,—হ্যাঁ!

গোকর্ণ। (বিদ্যুৎপর্ণাকে আস্‌তে দেখে) এই সেরেছে! চুপ! চুপ! —আস্‌ছে!

ভদ্রভট্ট। (বিপন্নের মতো) বোধহয় আমার কাছেই আস্‌ছে—

গোকর্ণ। সব স'রে দাঁড়াও,—

রোহিতাক্ষ ভদ্রভট্টকে ইঙ্গিতে কথা বলিতে নিষেধ

ভদ্রভট্ট। জানি,—অষ্টম!

বিদ্যুৎপর্ণা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো—শিষ্য তিনজনকে সে নিরীক্ষণ ক'রে দেখ্‌লো—বিদ্যুৎপর্ণা চারিদিকে চেয়ে দেখে, জিজ্ঞেস্ কল্লে'

বিদ্যুৎপর্ণা। দেখেছ তাকে?—দেখেছ?

ভদ্রভট্ট কি বল্‌তে যাচ্ছিল,—গোকর্ণ তাকে বাধা দিল

বিদ্যুৎপর্ণা। কার ভয় কর্চ্ছ?—প্রভুর? তিনি তো নদীতে গেছেন,—সন্ধ্যা-বন্দনা কর্ত্তে,—ফির্‌তে এখনও অনেক দেরী!—বল,—

ভদ্রভট্ট কি বল্‌তে যাচ্ছিল,—গোকর্ণ তাকে বাধা দিল

বিদ্যুৎপর্ণা। (রেগে গিয়ে—) বল্‌বে না ?

গোকর্ণ। চল হে,—চল,—আমরা এখান থেকে চ'লে যাই,—

রোহিতাক্ষ। হ্যাঁ,—চল, চল।

বিদ্যুৎপর্ণা। বটে!—রোহিতাক্ষ, তুমি পরশুদিন বিকেলে, আমায় একলা পেয়ে, একটা করবীর গুচ্ছ আমায় পায়ে রথ, চুপি চুপি কি বলে পালিয়েছিলে! —বলে দেব ?

ভদ্রভট্ট রোহিতাক্ষের মুখের দিকে চাইল,—গোকর্ণও

ভদ্রভট্ট। }
গোকর্ণ। } কি হে ?

রোহিতাক্ষ। আমি,—আমি,-কই, না ?

বিদ্যুৎপর্ণা। না! বল্লে, "বিদ্যুৎ, আজ সন্ধ্যায় যখন আরতির নাচ নাচবে, আমার এই রক্ত-করবীর গুচ্ছ তুমি হাতে রেখো—

রোহিতাক্ষ। কই,—তুমি তো রাখ নি!

বিদ্যুৎপর্ণা। না। রেখেছিলুম, রজনীগন্ধা। কে দিয়েছিল জানো?—ঐ গোকর্ণ!

ভদ্রভট্ট। না, না—রজনীগন্ধা দিয়েছিলাম আমি।

বিদ্যুৎপর্ণা। হ্যাঁ,—তুমি,—ভট্ট-ভদ্র—

ভদ্রভট্ট। না, না—ভদ্রভট্ট! সেই যখন তুমি হরিণকে ঘাস খাওয়াচ্ছিলে, তখন আমিও—

বিদ্যুৎপর্ণা। গরু চরাবার ছলে—

গোকর্ণ। না, না—সে আমি গোকর্ণ! গোবৎস চরাবার সময় তোমায় একগুচ্ছ ঘাসফুল উপহার দিলুম—!

বিদ্যুৎপর্ণা। তখন কথা বল্‌তে পার্‌লে,—এখন বল্‌বে না? বল,—বল, —বল্‌বে না?—এক্ষণি, ছুঁয়ে দেবো—

রোহিতাক্ষ।
গোকর্ণ।
ভদ্রভট্ট। } প্রভু! প্রভু!

বিদ্যুৎপর্ণা। হ্যাঁ, প্রভুকে আমিই ডাক্‌ছি! দিচ্ছি বলে, তোমাদের কীর্ত্তি সব! বলে দিচ্ছি, রক্তকরবী—রজনীগন্ধা—ঘাস ফুল!—প্রভু! প্রভু!

গোকর্ণ ও রোহিতাক্ষ দুজনেই, নতজানু হ'য়ে বসে পড়লো। ভদ্রভট্টকেও টেনে বসিয়ে দিল

গোকর্ণ। দয়া কর,—দেবি,—দয়া ক'র !

বিদ্যুৎপর্ণা। বল,—কোথায় সে !

রোহিতাক্ষ। বিশ্বাস ক'র,—আমরা জানিনে !

গোকর্ণ। সত্যি, জানিনে ;—আমরাও তাকে খুঁজ্‌ছি।

বিদ্যুৎপর্ণা। "খুঁজ্‌ছি",—বল্লে তো চল্‌বে না!—খুঁজে বের ক'রে এখনই আমার কাছে ধরে আন্‌বে।

রোহিতাক্ষ, গোকর্ণ, ভদ্রভট্ট—মুখ চাওয়াচাওয়ি কল্লে

বিদ্যুৎপর্ণা। যদি এনে দিতে পার, তোমায় দেব—এই বেণীর ফুল!—তোমায় দেব,—তাম্বুল! কেমন?

ভদ্রভট্ট। আমায়—!

বিদ্যুৎপর্ণা। তুমি কি চাও?

ভদ্রভট্ট। চৌতালে তুমি নাচ্‌বে,
—আরতির সময়—আমি বাজাব!

বিদ্যুৎপর্ণা। (হাসিয়া) আচ্ছা—!

গোকর্ণ। তবে, এখনি,—চল! চল!

রোহিতাক্ষ, গোকর্ণ, ভদ্রভট্ট ছুটিয়া যাইতে
গিয়া—মঞ্জরীর গান শুনিয়া
আড়ালে দাঁড়াইল

নেপথ্যে মঞ্জরীর গান

বিদ্যুৎপর্ণাও মঞ্জরীর গানে—সচকিত
হইয়া উঠিল

গাহিতে, গাহিতে মঞ্জরীর প্রবেশ বিদ্যুৎপর্ণা,
মঞ্জরীর গানে যোগ দিল

মঞ্জরীর গান

মঞ্জরী। 'বিরহরাতে কমল কাঁদে
সোণার তপন জাগো
যে গেল দূরে হৃদয় পুরে
সে আর ফিরিবে না গো

বিদ্যুৎপর্ণা

বিদ্যুৎ। বাঁধন যেথা চাহিনু আমি
সেথায় পেয়েছি ছাড়া,
পরাণ মাঝে ধরিতে কারে
আপনি হয়েছি হারা।

মঞ্জরী। প্রদীপ যদি নিভিয়া গেল
জ্বলিবে সময় হ'লে,
অস্তপারে ডুবিল রবি
আবার উদিবে বলে—

বিদ্যুৎ। সুখের লাগি হারানু সুখ
প্রেম চাহি প্রেম গেল,
আলোকে সেবি'—অন্ধ আমি
আঁধার ঘেরিয়া এলো॥

রোহিতাক্ষ, গোকর্ণ, ভদ্রভট্ট—দাঁড়িয়ে
গান শুনতে লাগ্‌লো—
গাহিতে গাহিতে হঠাৎ শিশুত্রয়কে
দেখে মঞ্জরী বল্‌লে—

মঞ্জরী। ওমা! এ আবার কি!
বিদুৎপর্ণা। একি! তোমরা যাওনি!

বিদ্যুৎপর্ণা

রোহিতাক্ষ
গোকর্ণ
ভদ্রভট্ট } হ্যাঁ, এই—

অতি সন্নিকটে—সহসা শঙ্খধ্বনি

মঞ্জরী। সর্ব্বনাশ! প্রভু আসছেন!

বিদ্যুৎপর্ণা। (চমকিয়া উঠিল) এঁ্যা!

বিদ্যুৎপর্ণার হাত থেকে, মালা মাটিতে পড়ে গেল। মঞ্জরী প্বালিয়ে গেল। বিদ্যুৎপর্ণা অন্তরালে লুকোল। পুনরায় শঙ্খধ্বনি। গোকর্ণ পালাবার পথ নেই দেখে চট ক'রে সেখানে ব'সে পড়ে, পুঁথি বের ক'রে,—পড়্তে লাগ্লো! রোহিতাক্ষও তাই কর্লে! ভদ্রভট্টকে তারা টেনে বসালে—

গোকর্ণ। সপ্তমীতে তালভক্ষণ—নারিকেল ভক্ষণ স্ত্রীতৈল-মৎস্য মাংসাদি-সম্ভোগ নিষেধ।

বিদ্যুৎপর্ণা

গোকর্ণের পাঠের মধ্যেই মোহান্ত মহারাজের প্রবেশ। মোহান্তের সঙ্গে শঙ্খ হস্তে কৃতান্তকের প্রবেশ

রোহিতাক্ষ। রবিবারে মৎস্য, মাংস, মাষ, মসুর, নিম্ব, আর্দ্রক, ও দগ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ!

মোহান্ত—বিদ্যুৎপর্ণার পরিত্যক্ত মালাটি উঠিয়ে নিয়ে—আসে পাশে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন! শিষ্যত্রয় শিউরে উঠ্‌লো।

ভদ্রভট্ট। (কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে) "এই জগৎ মিথ্যা,—একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুই সত্য,—"

বিদ্যুৎপর্ণা হেসে উঠ্‌লো। শিষ্যত্রয়—অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো। মোহান্ত হাসি শুনে তাকাতেই, দেখেন—বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎপর্ণা—মোহান্তের তীব্র দৃষ্টিতে—হাসি বন্ধ কর্ল্লে।

মোহান্ত। (শিষ্যদের প্রতি) পাঠ হচ্ছে!—এঁ্যা! নাটমন্দিরে! দেবদাসীর দৃষ্টি ছায়ায়!—এতদূর অনাচার! জানো, এমনি অনাচারের শাস্তি কি?

গোকর্ণ। প্রাণ দণ্ড!

মোহান্ত। আর সে প্রাণদণ্ড দেওয়ার পদ্ধতিটা?

গোকর্ণ ও রোহিতাক্ষ শিউরে উঠ্‌লো

মোহান্ত। (ভদ্রভট্টকে) তুমি নতুন,—হয়তো জানো না।—অপরাধীর হাত-পা বেঁধে, পাষাণ ঘরে বন্ধ ক'রে—ঘরে ছেড়ে দিই ক্ষুধার্ত্ত সাপ!

শিষ্যত্রয় অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো

মোহান্ত। তোমাদের প্রথম অপরাধ আমি ক্ষমা কর্‌লাম,—যাও!

শিষ্যত্রয়ের প্রস্থান

মোহান্ত। (বিদ্যুৎপর্ণার চোখে চোখ রেখে) এদিকে এসো!

বিদ্যুৎপর্ণা বিদ্রোহিণীর মতই সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো—দ্বারে এসে দাঁড়ালো,—বিষ্ণুদাস

বিষ্ণুদাস। প্রভু!—আমায় স্মরণ ক'রেছেন?

মোহান্ত। তোমায়! ও,—হ্যাঁ! —তোরণ-দ্বার সাজিয়েছ?—যেমন ব'লেছিলাম?

বিষ্ণুদাস। হ্যাঁ—প্রভু!

মোহান্ত। আলো?

বিষ্ণুদাস। হ্যাঁ, প্রভু!

মোহান্ত। আর সেই রঙ্‌মশাল?

বিষ্ণুদাস। তাও হয়েছে!

মোহান্ত। চরণদাস ওপার থেকে ফিরে এসেছে?

বিষ্ণুদাস। না, প্রভু!

মোহান্ত। এখনও এলো না! অপদার্থ!—এলেই তাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি আস্‌বে!

বিষ্ণুদাস। যে আজ্ঞে!

বিষ্ণুদাস গমনোদ্যত হয়েও ফিরে দাঁড়ালো

মোহান্ত। কি?

বিষ্ণুদাস। দাসের কৌতুহল মার্জ্জনা—হয়, কে আস্‌ছেন?

মোহান্ত। আস্‌ছেন কি না, বল্‌তে পার্চ্ছি না। নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছি,—উত্তর পাইনি। কিন্তু প্রস্তুত থাক্‌বে। যাও!

বিষ্ণুদাসের প্রস্থান

মোহান্ত। (বিদ্যুৎপর্ণাকে) রোজ উষায় মন্দির খুলেই ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে

বিদ্যুৎপর্ণা

যে মালাটি থাকে,—সেই মালাটি দিই তোমায়!—সে মালা ধুলোয় পড়ে থাক্‌বার জন্যে নয়!—নাও।—নাও,—মালা প'র!

বিদ্যুৎপর্ণা মালা নিয়ে পর্‌ল

মোহান্ত। দেবদাসীর মন দেখ্‌ছি দেবতাতে নাই!—এটা পাপ! দেবদাসী শুধু,—দেবতারই দাসী, আর কারও নয়।

বিদ্যুৎপর্ণা নিস্তব্ধ রইল

মোহান্ত। অন্যের অভোগ্যা!—অন্যের অস্পৃশ্যা!

বিদ্যুৎপর্ণা নিস্তব্ধ রইল

মোহান্ত। তার জীবনে, বেঁচে আছে শুধু দেবতা—আর যারা ছিল, তারা মরেছে!

বিদ্যুৎপর্ণা। না!

মোহান্ত। না!—কৃতান্তক!

কৃতান্তকের দ্রুত প্রবেশ

মোহান্ত। পাতালগুহায় কি কেউ আর্ত্তনাদ কর্‌ছে! না, সব স্তব্ধ? দেখে এস।

কৃতান্তকের প্রস্থান

মোহান্ত। (বিদ্যুৎপর্ণাকে) হ্যাঁ,—কি বল্‌ছিলাম!—ও—হ্যাঁ,—দেবদাসী!—

বিদ্যুৎপর্ণা। আমি দেবদাসী নই,—আমি দেবদাসী নই! আমি বেদের মেয়ে—আমায় ছেড়ে দাও!

মোহান্ত। বেদের মেয়ে সত্য—কিন্তু তোমার তোমার বাপ মা'র অভাবে তোমায় সাত বৎসর বয়স

থেকে আজ দশবৎসর তোমাকে আমি কন্যাবৎ পালন ক'রেছি—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়েছি—কিন্তু তবু,—সেই রক্তের টানই প্রবল হোলো!

বিদ্যুৎপর্ণা। হ্যাঁ,—আমায় ছেড়ে দাও!—যাকে আমি ভালবাসি,—তাকে আমায় পেতে দাও!—আমাদের দুজনকেই যেতে দাও—খোলা আকাশের তলে—হাত ধরাধরি করে—আমাদের যেতে দাও!

মোহান্ত। কিন্তু আর একজনকে তুমি পাচ্ছ কোথায়?

বিদ্যুৎপর্ণা। পাতালগুহায় তুমি তাকে বেঁধে রেখেছ—ছেড়ে দাও—তুমি তাকে ছেড়ে দাও!

মোহান্ত। হ্যাঁ—সে পাতাল-গুহাতেই আছে বটে! কিন্তু—

কৃতান্তকের প্রবেশ

কৃতান্তক। প্রভু—

মোহান্ত। কি?—আর্ত্তনাদ শুন্‌লে?

বিদ্যুৎপর্ণা রুদ্ধশ্বাসে কৃতান্তকের দিকে তাকিয়ে রইলো—

কৃতান্তক। বাইরে থেকে কোন সাড়া পেলুম না!

বিদ্যুৎপর্ণা আর্ত্তনাদ কর্লে

মোহান্ত। ভেতরে গিয়েছিলে?

কৃতান্তক। গিয়েছিলাম।

মোহান্ত। কি দেখ্‌লে?

কৃতান্তক। একটা দীপ জ্বেলে,—কি একটা ছবি দেখ্‌ছে!

মোহান্ত। ছবি!

বিদ্যুৎপর্ণা। আমার! আমার!—সে চুরি ক'রে এঁকে নিয়েছিল।

মোহান্ত। বটে! বটে!

কৃতান্তকের প্রস্থান

বিষ্ণুদাস—উত্তেজিত ভাবে দ্বারে
এসে দাঁড়ালো

বিষ্ণুদাস। প্রভু!

মোহান্ত। কি? চরণ দাস এসেছে?

বিষ্ণুদাস। না। কিন্তু, গুরুতর সংবাদ, প্রভু!

মোহান্ত। কি?

বিষ্ণুদাস। তান্ত্রিক রাজা বীরভদ্র নাকি সসৈন্যে নদীর ওপারে এসে উপস্থিত—

মোহান্ত। ওপার তো তাঁরি রাজ্য!

বিষ্ণুদাস। হ্যাঁ,—তাঁরি রাজ্য।

কিন্তু, দুরাত্মা কি করেছে, জানেন? পথিমধ্যে যত বৈষ্ণব-পল্লী ছিল,—সব আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে—

মোহান্ত। আজ দশ বছর থেকে সে তো এই কাজই ক'রে আস্ছে! এ তো নতুন কিছু নয়!

বিষ্ণুদাস। নদীর ওপারে—দুরাত্মা সেই বীরভদ্র ধ্বংস-মূর্ত্তিতে উপস্থিত— আর, এ পারে, এই মঠ আলোক-সজ্জায় উদ্ভাসিত!

মোহান্ত। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপও বল্তে পার।—উপায় নেই!— যাও!

বিষ্ণুদাসের প্রস্থান

বিদ্যুৎপর্ণা। তাকে ছেড়ে দাও! —আমাকে ছেড়ে দাও!—বেদের নাচ নাচ্তে দাও!—বেদের গান গাইতে

দাও!—আমাদের বাঁচতে দাও,—বাঁচ্‌তে দাও—

মোহান্ত। দিচ্ছি।

বিষ্ণুদাস ও চরণদাসের প্রবেশ

বিষ্ণুদাস। প্রভু!—চরণদাস!—

মোহান্ত। (পরম ব্যগ্রতার সহিত, চরণদাসকে)—সংবাদ?

চরণদাস। রাজা আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন,—তিনি আস্‌ছেন!

মোহান্ত। গ্রহণ করেছেন? গ্রহণ করেছেন? আঃ—

বিষ্ণুদাস। নিমন্ত্রণ?

মোহান্ত। হ্যাঁ—নিমন্ত্রণ! আমি নিমন্ত্রণ করেছি,—আজ তিনি দয়া ক'রে আস্‌ছেন।—তাঁর এই অনুগ্রহের জন্য আমি আজ দশ বছর অপেক্ষা করছি!

বিষ্ণুদাস। (ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে) প্রভু!

মোহান্ত। যাও—।

চরণদাস বিষ্ণুদাস—প্রস্থান

বিদ্যুৎপর্ণা। রাজা আস্‌ছেন!

মোহান্ত। হ্যাঁ,—বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎপর্ণা। ভালোই হোলো! এমন্দির ধ্বংস হোক্! ধ্বংস হোক্।

মোহান্ত। না - বিদ্যুৎ! তিনি তোমার নাচ দেখ্‌তে আসছেন!

বিদ্যুৎপর্ণা। আমি নাচবো না।

মোহান্ত। না, না—বিদ্যুৎ!—যাও, তুমি নীলাম্বরী প'র—কণক-সীঁথি মাথায় দাও—ইন্দ্রমণির পদ্মহার গলায় দাও—

বিদ্যুৎপর্ণা। না, না—এ মন্দির ধ্বংস হোক্—ধ্বংস হোক্।

মোহান্ত। ধ্বংস হ'বে—কিন্তু আজ নয়! আজ তুমি নাচ্‌বে।

বিদ্যুৎপর্ণা। না,—না।

মোহান্ত। না?—না?—না?

মঠের তোরণদ্বারে জয়বাদ্য

মোহান্ত। রাজা!—তুমি নাচ্‌বে?

বিদ্যুৎপর্ণা। না—না—আমায় ছেড়ে দাও—আমাদের ছেড়ে দাও—!

মোহান্ত। তোমায় নাচ্‌তে হ'বে—তোমায় তা'কে অভ্যর্থনা কর্ত্তে হ'বে—তাকে তোমায় জয় কর্ত্তে হ'বে—বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎপর্ণা। হ্যাঁ,—আমি নাচ্‌বো! কিন্তু ইন্দ্রজিত,—ইন্দ্রজিতকে আমায় দাও!

মোহান্ত। ইন্দ্রজিতকে তুমি পাবে।—কিন্তু,—রাজাকে তৃপ্ত করে, —তাকে বশ ক'রে—তোমার পায়ের তলায় ফেলে, জয় কর্ব্বার পর,—যদি ইন্দ্রজিতকে চাও,—তুমি তাকে পাবে!

বিদ্যুৎপর্ণা। পাব! পাব—আমি নাচ্‌বো!—কিন্তু, দেবদাসীর নাচ নয়, —নাচ্‌বো,—বেদের নাচ,—আমার রক্তের নাচ—সাপের নাচ— এমন নাচ নাচবো যে, সে তার বিষে আমার পায়ের তলে ঢলে পড়্‌বে—

বিদ্যুৎপর্ণা মোহান্তের পায়ের তলে ঢলে পড়্‌লো

মোহান্ত। হ্যাঁ—এমনি ক'রে! এমনি ক'রে!—

তৃতীয় দৃশ্য

নাটমন্দির

রাজাকে অভ্যর্থনা কর্ব্বার ব্যবস্থা হ'চ্ছে !— সিংহাসন প্রস্তুত ; দেবদাসীরা ধূপপাত্র, চন্দন-পাত্র, তাম্বুলাধার প্রভৃতি সাজাচ্ছে।—সিংহাসনের ওপর, একটি সুতীব্র আলোক পড়েছে।

মঞ্জরী ছুটে এলো

মঞ্জরী। রাজাকে দেখে এলুম— রাজাকে দেখে এলুম—! বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ, রাজাতো নয়,—যেন যম এসেছেন !—বিদ্যুৎ কই ?—বিদ্যুৎ ?

বিদ্যুৎপর্ণা মঞ্জরীর কাছে এলো

ওমা !—তোমার এখনো হয় নি ? শিগ্‌গির ! শিগ্‌গির।

বিদ্যুৎপর্ণা। ডাক্‌লে কেন !

মঞ্জরী। রাজাকে দেখে এলুম !



বিদ্যুৎপর্ণা ও মঞ্জরী

বিদ্যুৎপর্ণা। কোথায়—?

মঞ্জরী। সভাগৃহে,—প্রভু তাকে অভ্যর্থনা ক'রে বসিয়েছেন!—ওরে বাপ্‌রে! কি চোখ,—যেন দু'টো আগুনের ভাঁটা!—মুখ তো নয়, যেন একটি রাক্ষসের মুখোস!—তার জন্ত, তোমার বেশী সাজ না কর্লে'ও চল্‌বে!

বিদ্যুৎপর্ণা। না, না—আজ আমি সাজ্‌বো!

মঞ্জরী। সে তবে সাজ্‌ছো,—রাজার জন্যে নয়?

বিদ্যুৎপর্ণা। তবে—!

মঞ্জরী। সে কি আর আমি বুঝ্‌ছি না! তাকেও যে দেখে এলাম!

বিদ্যুৎপর্ণা। কা'কে? ইন্দ্রজিতকে?

মঞ্জরী। হ্যাঁ,—প্রভু তাকে এনে

রাজার সামনে বসিয়েছেন! ভাবী মোহান্ত যে!

বিদ্যুৎপর্ণা। তোর সঙ্গে কথা হোলো?

মঞ্জরী। কি ক'রে হ'বে?—ওদের সাম্‌নে!

মোহান্তের দ্রুত প্রবেশ

তাঁর পশ্চাতে—ইন্দ্রজিত

ইন্দ্রজিত। প্রভু, প্রভু,—শুনুন!

মোহান্ত। আঃ!—(বিদ্যুৎপর্ণাকে দেখে) একি! তোমার এখনও—

ইন্দ্রজিত। প্রভু! আমি না ব'লে পার্চ্ছি না—এ অন্যায় হচ্ছে!

মোহান্ত। কি? বিগ্রহ—ধর্ম্ম——সদাচার,—অমর্য্যাদা হচ্ছে! বিষ্ণু-দাসের মুখে বরং এ কথা শোভা

পায়। আর কত দেরী? রাজা যে আর অপেক্ষা কর্ত্তে চাইছেন না!

বিদ্যুৎপর্ণা। দেখুন তো,—বেণী রচনা হয়েছে?

মোহান্ত। না, না,—আমি সন্ন্যাসী,—ভোগীর কি ভালো লাগ্‌বে, আমি কি ক'রে বল্‌বো? তুমি বল, ইন্দ্রজিত!

বিদ্যুৎপর্ণা। ইন্দ্রজিতও—

ইন্দ্রজিত। তুমি রাজার সাম্‌নে নাচ্‌তে পার্ব্বে না!—তুমি না দেবদাসী?

বিদ্যুৎপর্ণা। না—আমি নাচ্‌বো!

মোহান্ত। হাঃ! হাঃ। হাঃ! (ইন্দ্রজিতের প্রতি কটাক্ষ)—তাহ'লে তুমি শীগ্‌গির তৈরী হ'য়ে নাও—আমি রাজাকে নিয়ে আস্‌ছি!—এমন নাচ নাচ্‌বে, যাতে রাজা তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে।

বিদ্যুৎ। কিছু ভাব্‌বেন না—সন্ন্যাসীদেরও তো দেখ্‌ছি,—রাজা তো বিলাসী!

মোহান্ত। (একটু চমকে উঠলেন, পরে ভাবলেন ইন্দ্রজিত) ঠিক্—

মোহান্তের প্রস্থান

ইন্দ্রজিত। তুমি নাচবে না!

বিদ্যুৎপর্ণা। না,—নাচ্‌বো না!—আজ যা নাচ্‌বো,—ওঃ!

ইন্দ্রজিত। কেন,—কেন নাচ্‌বে?

বিদ্যুৎপর্ণা। কেন নাচ্‌বো?—রাজাকে বশ কর্ব্ব!—আমার চন্দ্রহার? আমার চন্দ্রহার?

ব্যস্তভাবে বিদ্যুৎপর্ণার প্রস্থান

মঞ্জরী। নিশ্চয়ই তোমার ওপর রাগ করেছে,—খু-উ-ব রাগ করেছে!—অভিমান।

ইন্দ্রজিত। হুঁ!

মঞ্জরী। আসল কথা,—ও নাচ্ছে, তোমার জন্যে। ওকে তুমি এখনও চিন্তে পারো নি!

ইন্দ্রজিত। আজ চিন্লুম।

ইন্দ্রজিতের প্রস্থান। নেপথ্যে জয়বাদ্য

মঞ্জরী। ঐ রাজা আস্ছেন!

ভদ্রভট্টের প্রবেশ

ভদ্রভট্ট। দেখুন,—দেখুন,—

মঞ্জরী। বলুন,—বলুন—

ভদ্রভট্ট। ইন্দ্রজিতকে দেখলুম—ভারী চটে গেছেন!—চটেছেন যখন,—বাজাতে পার্ব্বেন না নিশ্চয়! এখন উপায়?

মঞ্জরী। তাই তো এখন উপায়?

ভদ্রভট্ট। আমি—

—একান্ন—

মঞ্জরী। বেশ তো,—দরকার হ'লে, আপনাকে ডাকৃবো—

ভদ্রভট্ট। নামটা মনে আছে তো?

মঞ্জরী। ভট্টভদ্র—না?

ভদ্রভট্ট। ভদ্রভট্ট।

মঞ্জরী। কি যে বলেন! নিজের নাম নিজে মনে রাখ্‌তে পারেন না! সেদিন বল্লেন, ভট্টভদ্র।

ভদ্রভট্ট। ভট্টভদ্র বলেছিলুম!

মঞ্জরী। হ্যাঁ।

ভদ্রভট্ট। ভট্ট-ভদ্র?

মঞ্জরী। তাই তো মনে হচ্ছে!

ভদ্রভট্ট। তবে হয় তো, তাই-ই হ'বে!

মঞ্জরী। কি বিপদ! এ নাম আপনার রেখেছিল কে?

ভদ্রভট্ট। রেখেছিলেন,—পিসিমা।

মঞ্জরী। আপনি বরং তাকে একবার—!

ভদ্রভট্ট। তিনি মারা গেছেন—আমাকেও মেরে গেছেন!

মঞ্জরী। আ-হা-হা! কিন্তু কি নাম সেটা না জান্‌লে—

ভদ্রভট্ট। দেখ্‌ছি, বেদান্তই সত্য। এই এক নামের জন্যেই জগৎ আমার মিথ্যা হোলো! ভদ্রভট্ট চলে গেলো

জয়বাদ্য বেজে উঠ্‌ল

রাজাকে নিয়ে মোহান্ত, সেনাপতি

প্রভৃতির প্রবেশ

দেবদাসীগণের নৃত্য

মঞ্জরীর গান

কুসুম দিল মোরে
সুরভি সুধা তার
চাঁদিমা দিল হাসি
বয়ানে মোর।

শোন কি বাজে সখী,
পীতম্ বাঁশরী
সে কেন আসেনা গো
পরাণে মোর ॥

মঞ্জরীর গান শেষ হ'লে

সেনাপতি। বেশ! বেশ!

রাজা। (সেনাপতিকে)—তুমি এখানে কেন?

মোহান্ত। বেশ তো!— বেশ তো!

রাজা। না, না—এরা সব ভয় পাবে! নাচ্‌তে গিয়ে, কেঁদে বস্‌বে! —তুমি সৈন্যদের নিকট মঠের বাইরে অপেক্ষা ক'র।

সেনাপতি। (মোহান্তকে) ঐ অমূল্য জীবন এখানে গচ্ছিত রেখে চ'লে যাচ্ছি! বোধহয়—বুঝ্‌তে পার্চ্ছেন?

মোহান্ত। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

রাজা। খুব মন্দ লাগ্‌ছে না! রাতটা মাটি না হ'লেই হয়! ভালো না লাগলে কিন্তু কি যে হ'বে, বল্‌তে পার্চ্ছি নে—!—নাচো!—নাচো!

সেনাপতি। কোন আত্মীয়তা কর্ত্তে যাবেন না।—খাদ্য না,—পানীয় না—যেখানে-সেখানে এ সব—

মোহান্ত। না, না—সে আমি জানি।

সেনাপতি। কাল প্রভাতে ফিরে

মোহান্ত। নিশ্চয়!

সেনাপতির প্রস্থান

সেনাপতির প্রস্থানের পর মুহূর্ত্তেই,—

বাজনা সুরু হোলো—

দেবদাসীদের নৃত্য

রাজা। থাক্‌,—থাক্‌—এসব নাচ আমি ঢের দেখেছি! এরা কে? নটী?

মোহান্ত। না,—দেবদাসী !

রাজা। দেবদাসী !—এদের দেখে কষ্ট হ'চ্ছে।—ভারী ভয় পেয়ে গেছে। এরা বুঝি মন্দিরে থাকে !

মোহান্ত। হ্যাঁ।

রাজা। তাহলে এরকম লক্ষ লক্ষ মরেছে—! বেচারী ! না, না—আজ রাত্রে তোমাদের ভয় নেই,—ভয় কি ? নাচো—

দেবদাসীদের নৃত্য

রাজা। না···(হাই তুলিয়া) কে যেন বল্‌ছিল,—এ মন্দিরে দেব-দাসীর নাচ নাকি খুব বিখ্যাত হ'বে,—ঘুম পাচ্ছে !

হঠাৎ বাদ্যের ঝঙ্কার-এর মধ্যে—বিদ্যুৎপর্ণা আবির্ভূতা হোলো বিদ্যুৎপর্ণার নাচের তালে

—ছাপ্পান্ন—

তালে,—দীপালোক বারংবার উজ্জ্বল ও ম্রিয়মাণ হ'তে লাগ্‌লো। রাজা সিংহাসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন—মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাজা বিদ্যুৎপর্ণাকে দেখ্‌তে লাগলেন। ইন্দ্রজিত বাধা দিতে ছুটে এল। মোহান্ত তাকে ধরে রাখলেন।

। কে তুমি? কে তুমি?

মোহান্ত। দেবদাসী—

বিদ্যুৎপর্ণা। বেদেনী—

আবার নাচ স্থরু হোলো। রাজা আবিষ্টের মতো সে নাচ দেখতে লাগলো

রাজা। এ কি খেলা খেল্‌ছো? —তুমি আমায় ডাক্‌ছ!

বিদ্যুৎ নাচ্‌তে লাগলো—মোহান্ত বিদ্যুৎকে ইঙ্গিত কল্লে'ন—নৃত্যের আকর্ষণে, বিদ্যুৎপর্ণা রাজাকে নিয়ে হোলো অন্তর্হিতা

ইন্দ্রজিত। না,—না,—অনাচার—

মোহান্ত। (ইন্দ্রজিতের হাত চেপে ধ'রে) আমি বল্‌ছি অনাচার অসম্ভব!

ইন্দ্রজিত। আপনি কি বল্‌ছেন।

মোহান্ত। হ্যাঁ,—আমি বল্‌ছি,—আমার বিগ্রহের শপথ নিয়ে বল্‌ছি—অনাচার অসম্ভব,—অনাচার হ'লেই রাজার মৃত্যু।

ইন্দ্রজিত। (অনেকটা শান্ত হ'য়ে) কিন্তু,—তবু—

মোহান্ত। কি?

ইন্দ্রজিত। এ কথা কি সত্য নয়?—ঐ রাজা,—অসংখ্য বিষ্ণুমন্দির ধ্বংস ক'রেছে?

মোহান্ত। করেছে।

ইন্দ্রজিত। শত শত বৈষ্ণবপল্লী আগুনে পুড়িয়েছে?

মোহান্ত। হ্যাঁ।—পুড়িয়েছে—নিরীহ বৈষ্ণবকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে ওর গৃহদেবতা করালী কালীর সম্মুখে—পৈশাচিক উল্লাসে বলি দিয়েছে,—আমি দেখেছি—আমি জানি—

ইন্দ্রজিত। তথাপি ওকেই আপনি—

মোহান্ত। তথাপি, ওকেই আমি—সাদরে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি।—ওকে আমি একবার দেখ্‌বো!

ইন্দ্রজিত। দেখ্‌বেন—! তার মানে!

মোহান্ত। হ্যাঁ—দেখ্‌বো—ওকে তো দেখ্‌তে পাইনা,—দেখি শুধু ওর সৈন্যসামন্ত—শুধু ওর অত্যাচার। তাই ওকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি—সামনাসামনি দেখ্‌বো,—হাতের মুঠোর মধ্যে এনে, আজ আমি ওকে দেখ্‌বো—

ইন্দ্রজিত। কিন্তু ও দেখ্‌ছে—বিদ্যুৎপর্ণার নাচ।

মোহান্ত। আমি দেখ্‌ছি ওর পশুত্বের সীমা!

সঙ্গীত হঠাৎ থেমে গেল

ইন্দ্রজিত। একি!—নাচ থেমে গেছে!

মোহান্ত। থেমে গেছে! (সঙ্গীত আবার সুরু হ'ল) না, না,—ঐ যে, আবার সুরু হয়েছে!—

ইন্দ্রজিত। আমি দেখ্‌ছি—আপনার ধৈর্য্য—আমি দেখ্‌ছি,—দেবদাসীর ধর্ম্ম!

মোহান্ত। ধর্ম্ম! দেবসেবা সে ছেড়ে দিয়েছে! দেবতাকে সে চায় না—সে চায় তোমায়।

ইন্দ্রজিত। তাই বুঝি সে রাজার সাম্‌নে নাচ্‌ছে—!

মোহান্ত। অতি সত্য কথা। তাই সে রাজার সাম্‌নে নাচ্‌ছে! দেবদাসীর নাচ নয়—বেদেনীর নাচ নাচ্‌ছে,—যার বিষে—

ন পথ্যে,—বিদ্যুৎপর্ণার উচ্ছ্বসিত
জয়োল্লাস শোনা গেল

বিদ্যুৎপর্ণা। জয়! জয়!—রাজাকে আমি জয় করেছি!

মোহান্ত। বিদ্যুৎ আস্‌ছে!—বিদ্যুৎ!—

বিদ্যুৎপর্ণা ছুটে এলো

বিদ্যুৎপর্ণা। রাজাকে আমি জয় ক'রেছি! রাজাকে আমি জয় ক'রেছি!

বিদ্যুৎপর্ণা

বিষ—তোমার স্পর্শে বিষ। তুমি মূর্ত্তিমতী মৃত্যু।

ইন্দ্রজিত। মৃত্যু?

মোহান্ত। দশ বৎসর ধ'রে গোপনে, তোমায় তিল তিল বিষ খাইয়ে রচনা ক'রেছি যে সুদর্শন অস্ত্র, তুমি সেই সুদর্শনা—বিষকন্যা!

ত।
বিদ্যুৎ। } বিষকন্যা!

মোহান্ত। এর পরেও যদি ইন্দ্রজিতকে তুমি চাও, নাও।

চতুর্থ দৃশ্য

নাটমন্দির

ঊষা

বিদ্যুৎপর্ণা ও মোহান্ত

বিদ্যুৎপর্ণা। লালন ক'রে—পালন ক'রে, গোপনে তিল তিল বিষ!—বিষকন্যা! মৃত্যু! গুরু হ'য়ে,—প্রভু হ'য়ে—তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ, কেন কল্লে—? কেন?

মোহান্ত। সর্ব্বনাশই যদি ব'ল,—তবে, এ সর্ব্বনাশ আমি করিনি,—ক'রেছে তোমার বাবা।

বিদ্যুৎপর্ণা। মিথ্যা বোলোনা,—মিথ্যা তুমি বোলোনা।

মোহান্ত। মিথ্যা নয়,—মিথ্যা নয়। মৃত্যু আমাদের মুখের দিকে চেয়ে

রয়েছে !—সম্মুখে রয়েছে বিগ্রহ,—আমি তোমায় বল্‌ছি, আজ থেকে দশ বছর পূর্ব্বে এম্‌নি এক শেষ রাত্রে এই রাজার লোকই এসেছিল আমার গুরুর মঠে। ধ্বংসলীলার মাঝ থেকে বিগ্রহ নিয়ে আমি পালাচ্ছি, পথে দেখলুম এক বেদের কোলে অনাহারে মারা যাচ্ছে, মা-হারা এক সাত বছরের মেয়ে।

বিদ্যুৎপর্ণা। আমি! আমি জানি। বাবার কাছে শুনেছি—ছুটে গিয়ে দুধ এনে দিয়ে তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে।—কেন বাঁচালে ?—সেইদিনই কেন দিলেনা বিষ ?

মোহান্ত। বিষই তুমি খেলে। আমি দিইনি,—দিল তোমার বাবা—একতিল বিষ—ওই দুধে! জিজ্ঞেস্‌

বিদ্যুৎপর্ণা

কল্লাম কেন ?—উত্তর পেলুম কি জানো ? "সাপ খেলাতে গিয়ে, সাপের বিষে ম'রেছে—ওর মা।" ও' যাতে না ম'রে, তাই। হঠাৎ মনে পড়্‌লো চাণক্যের বিষকন্যার কথা। তখনই কানে এলো, আমাদের মঠ ধ্বংস ক'রে, শত শত বৈষ্ণব নরনারীর প্রাণ বধ ক'রে রাজার লোকের উন্মত্ত উল্লাস ! —রাজা ! রাজা !—ঐ রাজা—ক'বে তাকে পা'ব !—বুকে নিলুম বিষকন্যা—এখানে এসে মঠ কল্লাম। এই দশ বৎসর দিন গুণ্‌তে লাগলাম—কবে রাজা আস্‌বে ! রাজা এল।

নেপথ্যে রাজশিবিরে ভেরী বাদ্য

বিদ্যুৎপর্ণা। ওই !

মোহান্ত। রাজার লোক জাগ্‌লো !

বিদ্যুৎপর্ণা। এখুনি তারা আস্‌বে! এসেই যেই জান্‌বে—

ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো।

মোহান্ত। এ মঠ,—এ মন্দির—ধ্বংস হ'বে—ধ্বংস হ'বে! কিন্তু এই ধ্বংসই শেষ, রাজা আর নেই। (নিস্তব্ধতা) নারায়ণের সুদর্শন অস্ত্রের মত, অত্যাচারীকে তুমি বধ ক'রেছ, পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে—ধর্ম্ম রক্ষা পেয়েছে। (নিস্তব্ধতা) তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! তোমাকে আমি বলি দিয়েছি,—বলি দিয়েছি আমি—আমি!—তোমাকে! সর্ব্বনাশ! কার বেশী সর্ব্বনাশ? (চোখে জল এলো)

ইন্দ্রজিত ছুটে এল

ইন্দ্রজিত। রাজার লোক জেগে গেছে,—তারা এখুনি মঠে আস্‌বে—

মঠের সবাই চ'লে যাচ্ছে—আর দেরী নয়, বিদ্যুৎ !

মোহান্ত। দশ বছর আগে—আমার গুরুর মঠে এম্‌নি এক রাত্রি-শেষে রাজার লোক যখন এলো—বিগ্রহ বুকে নিয়ে, বের হ'য়ে পড়েছিলুম, আমি। সেই বিগ্রহ এখানে এনে, নূতন ক'রে এই মঠ গড়লুম ! দেবতার দীপ আমি নিব্‌তে দিই নি—ভেবেছিলাম সহস্র ঝঞ্ঝার মাঝেও সে দীপ জ্বল্‌বে যুগে যুগে—চিরকাল !—আজ সেই দীপ নিভ্‌বে !

ইন্দ্রজিত। দীক্ষা তাই নিয়েছিলুম—কিন্তু, শিক্ষা তা' পাই নি !—শিক্ষা পেয়েছি শুধু নিষেধ ! নিষিদ্ধ ফলে তাই জন্মেছে লোভ,—নিষেধ শুন্‌তে শুন্‌তে মানুষ হ'য়েছে ভীরু—মানুষ

হ'য়েছে অমানুষ।—এ জীবন আমরা চাইনা।—আমরা চাই,—মুক্তি। তাতে যদি আসে মৃত্যু—আস্‌বে!

রাজশিবিরে পুনরায় ভেরীবাদ্য

ইন্দ্রজিত। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎপর্ণা। (হঠাৎ যেন তার মনে পড়্‌লো) মঞ্জরী! মঞ্জরী!

ইন্দ্রজিত। মঞ্জরী! কোথায়?

বিদ্যুৎপর্ণা। তুমি দেখ,—তুমি দেখ।

ইন্দ্রজিত চ'লে গেল

বিদ্যুৎপর্ণা। প্রভু, তোমাকে যেতে হ'বে।

মোহান্ত। বিগ্রহ ছেড়ে আমায় যেতে হ'বে! তোমারই যোগ্য-কথা, বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎপর্ণা। বিগ্রহ নিয়ে চল।

মোহান্ত। কি আশায়?—এই জীর্ণ বার্দ্ধক্যে,—নূতন ক'রে মঠ গড়্‌তে পারবো? যে ছিল আমার আশা—ভরসা,—যাক্!—

বিদ্যুৎপর্ণা। (হঠাৎ) সে যদি এই বিগ্রহ নিয়ে যেতে রাজী হয়?

মোহান্ত। ইন্দ্রজিত?—হ্যাঁ, হ'বে,—যদি তুমি বল।

বিদ্যুৎপর্ণা। আমি বল্‌বো।

মোহান্ত। কিন্তু আমি দেব না!

বিদ্যুৎপর্ণা। কেন?

মোহান্ত। সে নেবে তোমার কথায়—সন্ন্যাসীর নিষ্ঠায় নয়!—বিগ্রহ সে কামনা ক'রে না—কামনা ক'রে তোমাকে।

বিদ্যুৎপর্ণা। প্রভু, বিগ্রহ তাকে দাও। বিগ্রহ রক্ষা হোক্।

—একান্তর—

মোহান্ত। না।

বিদ্যুৎপর্ণা। আমাকে কামনা ক'রে—ইন্দ্রজিত কি শুধু একা?

মোহান্ত। আর কে?—বল, আর কে? বিগ্রহের ভার আর কা'কে আমি দিতে পারি,—ভাব্‌ছি! এই সময় বল—

বিদ্যুৎপর্ণা। মনের অজ্ঞাতে যে আমাকে কামনা ক'রে?

মোহান্ত। কে?—কে?

বিদ্যুৎপর্ণা। কোন্‌ অঙ্গসজ্জা আমার মানাবে—কোন্‌ রূপসজ্জা আমার মানাবে না—কে সব চেয়ে বেশী ভাবে?

মোহান্ত। আমি! কেন?—আর কেউ কি—না, না—এ দুঃসাহস ইন্দ্রজিতেরও ছিল না।

বিদ্যুৎপর্ণা। কেউ আমার পানে চাইলে—কেউ আমার সঙ্গে কথা কইলে তার মনে আঘাত লাগ্‌তো—সে ক্ষেপে উঠ্‌তো—আপনি জানেন, কে?

মোহান্ত। (ক্রমশঃ জ্ঞান হ'তে লাগ্‌লো আপন মনে বলে যেতে লাগলেন) আমি! আমি! আঘাত লাগতো! তাইতো! সে কি তবে —সে কি তবে—

বিদ্যুৎপর্ণা। রাত্রে ঘুমের ঘোরে, আমার নাম—আমার কথা,—কা'র মুখ থেকে—

মোহান্ত। না—না—

বিদ্যুৎ। স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে কে আমার নাম ধ'রে—চীৎকার ক'রে উঠ্‌তো—যে, পাশের ঘর থেকে ছুটে আসতুম আমি।

বিদ্যুৎপর্ণা

মোহান্ত। না।

বিদ্যুৎপর্ণা। আমাকে কামনা ক'রে—ইন্দ্রজিত কি শুধু একা?

মোহান্ত। আর কে?—বল, আর কে? বিগ্রহের ভার আর কা'কে আমি দিতে পারি,—ভাব্‌ছি! এই সময় বল—

বিদ্যুৎপর্ণা। মনের অজ্ঞাতে যে আমাকে কামনা ক'রে?

মোহান্ত। কে?—কে?

বিদ্যুৎপর্ণা। কোন্ অঙ্গসজ্জা আমার মানাবে—কোন্ রূপসজ্জা আমার মানাবে না—কে সব চেয়ে বেশী ভাবে?

মোহান্ত। আমি! কেন?—আর কেউ কি—না, না—এ দুঃসাহস ইন্দ্রজিতেরও ছিল না।

বিদ্যুৎপর্ণা। কেউ আমার পানে চাইলে—কেউ আমার সঙ্গে কথা কইলে তার মনে আঘাত লাগ্‌তো—সে ক্ষেপে উঠ্‌তো—আপনি জানেন, কে ?

মোহান্ত। (ক্রমশঃ জ্ঞান হ'তে লাগ্‌লো আপন মনে বলে যেতে লাগলেন) আমি! আমি! আঘাত লাগতো! তাইতো! সে কি তবে —সে কি তবে—

বিদ্যুৎপর্ণা। রাত্রে ঘুমের ঘোরে, আমার নাম—আমার কথা,—কা'র মুখ থেকে—

মোহান্ত। না—না—

বিদ্যুৎ। স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে কে আমার নাম ধ'রে—চীৎকার ক'রে উঠ্‌তো—যে, পাশের ঘর থেকে ছুটে আসতুম আমি।

বিদ্যুৎপর্ণা

মোহান্ত। আমি! আমি! আমি! (তাঁর অবস্থা তখন অবর্ণনীয়)

মঞ্জরীকে নিয়ে ছুটে এলো ইন্দ্রজিত

ইন্দ্রজিত। এই যে (বিদ্যুৎকে)—তুমি এসো।

বিদ্যুৎপর্ণা। (মোহান্তকে) এখনও সময় আছে—বিগ্রহ রক্ষার এখনও সময় আছে।—তুমি ওকে বিগ্রহ দাও।

মোহান্ত। না।

বিদ্যুৎপর্ণা। (ইন্দ্রজিতকে)—তুমি যাও!—তুমি যাও। আমি যাবনা।

ইন্দ্রজিত। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎপর্ণা। কোথায় যাব? কেন যাব? আমি—সাক্ষাৎ মৃত্যু!

ইন্দ্রজিত। মৃত্যু নয়,—মুক্তি!

—চুয়াত্তর—

বিদ্যুৎপর্ণা। (মন থেকে নয়, ইন্দ্রজিতকে এড়াবার জন্যে, বল্লে)—তুমি ভুললেও আমি ভুলবো না যে, আমি দেবদাসী।—আমি যাবো না।

ইন্দ্রজিত। এখানে দাঁড়িয়ে—নিরর্থক মৃত্যু।—বেশ,—তুমি যাও,

বিদ্যুৎপর্ণা। না, না—তোমরা যাও,—তোমরা যাও।

নেপথ্যে—রাজসৈন্যের, ভৈরীবাদ্য—নিকটতর

বিদ্যুৎপর্ণা। ওই! (ইন্দ্রজিতকে) চল,—চল।

মঞ্জরী। (মোহান্তকে,—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) প্রভু!

প্রণাম কর্ত্তে গেল

মোহান্ত। (কেঁপে উঠে—স'রে গেলেন) না, না,—না। আমি,—

বিদ্যুৎপর্ণা

আমি—আমাকে না। আমাকে না—(তাড়নাসূচক কণ্ঠে) তোমরা যাও। তোমরা যাও।

বিদ্যুৎপর্ণা, ইন্দ্রজিত, আর মঞ্জরী—চ'লে গেল। নেপথ্যে, মঠাভ্যন্তরে বেদমন্ত্র—সবাই চ'লে যাচ্ছে।—ছুটে এসে দাঁড়ালো—বিষ্ণুদাস

বিষ্ণুদাস। প্রভু,—আমাদের সকলের শেষ অনুরোধ বিগ্রহ নিয়ে আপনিও চলুন!

মোহান্ত। না।

বিষ্ণুদাস। কেন? কেন, প্রভু? কি হ'বে থেকে?

মোহান্ত। আমার মনে হচ্ছে,—আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। ইন্দ্রজিতকে দণ্ড দিয়েছি—

বিষ্ণুদাস। না, প্রভু—সে চ'লে গেছে !

মোহান্ত। দণ্ড গেছে সঙ্গে সঙ্গে—সাক্ষাৎ মৃত্যু! কিন্তু—এখনও আর এক অপরাধী এখানে লুকিয়ে আছে,—

বিষ্ণুদাস। অপরাধী! কে ?

মোহান্ত। এতদিন,—এতদিন সে ধরা পড়ে নি। ধরা পড়েছে—ধরা পড়েছে আজ।—হ্যাঁ,—ঠিক ধরা পড়েছে। যেটুকু সন্দেহ ছিল,—সেটুকুও গেল—কখন জানো ?—বিদ্যুৎপর্ণা যখন চলে গেল, মনে হোলো সে ছুটে গিয়ে বাধা দেবে—বহু কষ্টে তাকে আমি—কিন্তু তার চোখের জল···কে আটকাবে ?

বিষ্ণুদাস। প্রভু—

মোহান্ত। একি! তুমি এখনও দাঁড়িয়ে! যাও,—যাও!

বিষ্ণুদাস। প্রভু!

মোহান্ত। যা—ও!

বিষ্ণুদাস চ'লে গেল—রাজসৈন্যের
ভেরীবাদ্য,—নিকটতর

মোহান্ত। দণ্ড নিতে হ'বে—দণ্ড!—দণ্ড আস্‌ছে!—দশ বছর পূর্ব্বে—এমনি এক উষায়—যেদিন ওরা আস্‌ছিলো,—সেদিন আর আজ—সেদিন বিগ্রহ রক্ষা করেছিলুম,—আর আজ আমি তোমায় স্পর্শ কর্ত্তেও পার্চ্ছি না নারায়ণ···আমার এই অন্তিম মুহূর্ত্তে!

বিদ্যুৎপর্ণা এসে দাঁড়ালো

মোহান্ত। একি! তুমি ফিরে এলে! কেন?

—আটান্তর—

বিদ্যুৎপর্ণা। কি ক'রে যা'ব!—কোথায় যাব! কার কাছে যাব?—জীবন আমার ব্যর্থ—!

মোহান্ত। ইন্দ্রজিত! সে কোথায়?

বিদ্যুৎপর্ণা। তাকে ছলনা ক'রে আমি চলে এসেছি। বলেছি—"তোমরা যাও, আমি—আমি—বিগ্রহ নিয়ে আস্‌ছি।" ছলনায় ভুলেছে—মঞ্জরীকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। ইন্দ্রজিত রক্ষা পাক্‌—এই অবসরে—এই অবসরে বিষকন্যার মৃত্যু হোক্‌!

মোহান্ত। তুমি মৃত্যু কামনা কর্‌ছ? মুক্তি পেয়েও?

বিদ্যুৎ। মৃত্যুই আমার মুক্তি!

মোহান্ত। পার্‌বে তুমি—ঐ বিগ্রহকে বুকে নিতে?

বিদ্যুৎ। আমি? কিন্তু, আমি যে—

মোহান্ত। হ্যাঁ তুমি—আজ তুমি দেবদাসী। তোমার কামনা ধ্বংস হয়েছে—আজ তুমি দেবদাসী। ঐ বিগ্রহকে বুকে নিয়ে এখান থেকে চ'লে যাও—এখনো মন্দির ধ্বংস হয়নি—! বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! আমার বিগ্রহকে রক্ষা করো—রক্ষা করো!

বিদ্যুৎ। বিগ্রহ নেব আমি!

মোহান্ত। হ্যাঁ তুমি! তুমি দেবতার দাসী! কে ব'লে তুমি বিষ-কন্যা! তুমি অমৃতময়ী বিদ্যুৎপর্ণা!

বিদ্যুৎ মন্দিরের ভিতরে গেল

মোহান্ত। ঘোর অন্ধকারে আমি দেখ্‌ছি বিদ্যুৎ চমক!—দেবতার দীপ নিভ্‌ল না! দেবতার দীপ নিভ্‌ল না! —আজও আমার দেবতার দীপ নিভ্‌ল না!

বিদ্যুৎপর্ণা মন্দির থেকে বিগ্রহ নিয়ে বেরিয়ে এ'ল, হাতে বিগ্রহ, মোহান্তকে প্রণাম করতে পারছে না

বিদ্যুৎপর্ণা। প্রভু! আমি যে তোমায় প্রণাম—

মোহান্ত। না, না, তুমি আমায় প্রণাম করবে না। তোমার হাতে আমার বিগ্রহ—আমার ধর্ম্ম! আজ প্রণাম করছি—আমি—তোমায়!

—যবনিকা—